মুজিবনগরে করোনা উপসর্গে মৃত ব্যক্তির লাশ দাফনের ভয়ে কমিটির পলায়ন

মেহেরপুর জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তিদের দাফন-কাফনের ক্ষেত্রে মুজিবনগরের জন্য আলেমদের নিয়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এই কমিটির ৫ জন সদস্য করোনা আক্রান্ত বা করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করার কথা। কিন্তু আজ বুধবার দুপুরে মুজিবনগরের ভবের পাড়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশ দাফনে অপারগতা প্রকাশ করে।

পরে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওসমান গনির উদ্যোগে লাশটি দাফন করা হয়।

এ নিয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওসমান গনি একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছেন। ফেসবুক স্ট্যাটাসটি হুবহু তুলে ধরা হলো –

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলছি……

পাঁচজন আলেমই অপারগতা প্রকাশ করে চলে গেলেন!!!!!

মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়া গ্রামে আজ একজন করোনা সন্দেহভাজন ব্যক্তি মারা গেলেন। ইনালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। পরীক্ষার জন্য আজ তাঁর স্যাম্পল পাঠানো হয়েছে কিন্তু ফলাফল আসেনি।

মেহেরপুর জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তিদের দাফন-কাফনের ক্ষেত্রে মুজিবনগরের জন্য আলেমদের নিয়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে । ইতঃপূর্বে একদিন আমার অফিসে ডেকে তাদের ব্রিফিংও করা হয়েছে।

মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের জন্য আজ ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক গঠিত পাঁচজনসহ মোট ছয়জন আলেমকে ডাকা হয়। করোনা সন্দেহে মৃত্যুর কথা শুনে পাঁচজন সদস্যই অপারগতা প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন “আগে থেকে

তাঁদের বলা হয়নি করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে দাফন করতে হবে।” আমি তাদের অনেক বুঝানোর চেষ্টা করলাম, যে ব্যক্তি মারা গেছেন তিনি হয়ত করোনা আক্রান্ত না, শুধু সন্দেহের কারণে স্যাম্পল পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া এই কমিটিতো শুধু করোনার কারণে মৃত্যু বা করোনা সন্দেহ মৃত্যু ব্যক্তিদের দাফনের জন্য গঠিন হয়েছে। তথাপিও নানা অজুহাতে তারা একজন-দুইজন করে আমার কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান। আমরা তখন খুব বিপদে পড়ে যাই এবং অত্যন্ত নিরুপায় হয়ে পড়ি।

তখন ডিসি স্যারের সাথে আলোচনাক্রমে আমি, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনজন একসাথে লাশ দাফনের জন্য যাত্রা করি। হুজুরদের জন্য আনা পিপিই স্থানীয় মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্য থেকে চার যুবককে পরানো হয়।

জানাজা পড়ানোর জন্য আমরা নিজেরাই প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু শেষ মুহুর্তে মাওলানা তৌহিদুল ইসলাম, ইমাম, গোপালনগর জামে মসজিদ এসে জানাজায় ইমামতি করেন। অনেক ধন্যবাদ হুজুরকে।

অতঃপর আমরা তিনজন কর্মকর্তা ও পাঁচজন যুবক মিলে লাশ দাফন করলাম।

শুধু একটি বিষয় অজানা রইলো,পাঁচজন আলেম আমাদের কি শিক্ষা দিয়ে গেলেন তা বুঝতে পারলাম না।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর প্রতিদিন’র সাংবাদিক পারভেজ আহত

মেহেরপুর প্রতিদিন’র সাংবাদিক পারভেজ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে মেহেরপুর পুরাতন বাসস্টান্ড সংলগ্ন বিআরটিসি টিকেট কাউন্টারের সামনে মুখোমুখি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন।

এতে তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেল টি মারাত্বক ভাবে দুমড়ে মুচড়ে যায়।

‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ পরিবারের পক্ষ থেকে তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করা হয়েছে।

স্বল্প পরিসরে মুজিবনগর দিবস পালিত

জনসমাগম না করে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে স্বল্প পরিসরে পালিত হয়েছে ১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস।

শুক্রবার সকালের প্রথম প্রহরে ৫:৪০ মিনিটে ৩১ বার তপদ্ধনীর মধ্যে দিয়ে দিবসের সূচনা করা হয়।

পরে মুজিবনগর শেখ হাসিনা মঞ্চের সামনে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি। এসময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলী।

এবং সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মুজিবনগর সৃতিসৌধে প্রশাসনের পক্ষে পুষ্পমাল্য, অর্পন করেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি, জেলা পুলিশের পক্ষে পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলী।
এছাড়া জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের এমপি ফরহাদ হোসেনের পক্ষে ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি ও পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলি।

এ ছাড়াও পুষ্পস্তবক অর্পন করেন, মেহেরপুর -২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মেহেরপুর-মুজিবনগর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও রাজনৈতিক-সরকারি

নেতৃবৃন্দরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার(সার্কেল) মুস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম।

মেপ্র/আরপি

করোনাভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রে ১২৭ বাংলাদেশির মৃত্যু

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারীতে যুক্তরাষ্ট্র বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে রয়েছে। এর মধ্যে নিউইয়র্ক যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য নিউজার্সির অবস্থাও শোচনীয়। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ এপ্রিল রাত পর্যন্ত আরও ছয় বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ১২৭ জন বাংলাদেশির মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া সর্বশেষ ছয় বাংলাদেশি হলেন বেদান্ত অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইয়র্কের সভাপতি ঝন্টু সরকার, জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মনির হোসেনের স্ত্রী পেয়ারা হোসেন বেবী, নরসিংদী জেলা জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভূঁইয়ার বড় বোন হাসনা বেগম, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সমিরুল ইসলাম বাবলুর বাবা শফিকুর রহমান এবং মানিক মিয়া ও মোহাম্মদ খোকন (৫৪)।

এদিকে নিউজার্সির গভর্নর বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের দুই বেদনার যুদ্ধ ভিয়েতনাম ও কোরিয়ান যুদ্ধে মারা যাওয়া রাজ্যের লোকসংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে করোনা মহামারী। ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় আড়াই হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের লাশ গণকবরে দেওয়া হচ্ছে না বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহসভাপতি আবদুর রহিম হাওলাদার। তিনি বলেন, যদি কোনো বাংলাদেশির লাশ কোনো হাসপাতালে থাকে এবং কেউ দায় না নেয়, তাহলে বাংলাদেশ সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করছি। যুগান্তর

বঙ্গবন্ধুর খুনি মাজেদের ফাঁসি কার্যকর

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামি ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) মাজেদের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে তা কার্যকর করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাহবুব আলম।

এর আগে শনিবার রাত সাড়ে ১০টায় কারাগারে উপস্থিত হন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা। এছাড়াও অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মো. আবরার হোসেন, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ঢাকার সিভিল সার্জন আবু হোসেন মো. মইনুল আহসান কারাগারে প্রবেশ করেছেন।

এর আগে বুধবার রাতেই রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো তার প্রাণভিক্ষার আবেদনটি নাকচ করা হয়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় আবদুল মাজেদের সঙ্গে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিবারের ৫ সদস্য সাক্ষাৎ করে। কারা কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে মাজেদের স্ত্রী, শ্যালক ও চাচা শ্বশুরসহ ৫ সদস্য সেখানে ছুটে যান।

বঙ্গবন্ধুর খুনি আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করতে জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো. আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জন জল্লাদের একটি টিম তৈরি করে রেখেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ।

মঞ্চের প্রস্তুতির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এখন পর্যন্ত কোনো ফাঁসি কার্যকর হয়নি। তবে মঞ্চটি সব সময় প্রস্তুত থাকে। সম্প্রতি নতুন করে ধোয়ামোছা করা হয়েছে।

এর আগে প্রায় দু’দশক ধরে পলাতক আবদুল মাজেদকে গত সোমবার মধ্যরাতে মিরপুর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট। পরদিন মঙ্গলবার দুপুরে মাজেদকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে হাজির করা হয়। এরপর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক। পরদিন বুধবার মৃত্যুর পরোয়ানা পড়ে শোনানোর পর সব দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চায় আবদুল মাজেদ।

কারা সূত্র জানায়, প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি বাতিল করে দেয়ার পর সেই চিঠিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে। কারাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা। তবে বৃহস্পতিবার রাতে শবেবরাতের কারণে ফাঁসি কার্যকর হয়নি।

কাঠের ঘানিতে সরিষার তেল

কলুর ঘাড়ে ঘানি, চোখের ওপর মোটা কাপড়ের পর্দা দেয়া কলুর বলদ চলছে। কাঠের তৈরী ঘানিটা ঘুরছে, আর সরিষা পিষেতা থেকে তেল বেরুচ্ছে। ধীরে ধীরে মাটির পাত্রে সরিষার তেল। এভাবে তৈরি হয় খাঁটি সরিষার তেল। এর ঝাঁঝালো গন্ধে চোখে পানি এসে যায়।

বলছিলাম কুষ্টিয়ার কুমার খালী উপজেলার শেরকান্দি গ্রামের বাসিন্দা মিজানুর রহমানের কাঠের ঘানিতে সরিষার তেল তৈরীর কথা। কয়েক বছর আগেও একমাত্র এই ঘানি ভাঙানো সরিষার তেল দিয়েই মিটতাসে কল পরিবারের তেলের চাহিদা।

বর্তমানে এখন আর এই ঘানি প্রত্যন্ত গ্রামে ও খুজে পাওয়া যায় না। তাই খাঁটি সরিষার তেলও মেলে খুব কম। বর্তমানের ভেজালের দিনে শতভাগ খাঁটি জিনিস খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এ কারণে তার ক্রেতা ও বেশি।

শুধু এলাকার মানুষ তার এ খাঁটি তেল কেনেন না, জেলা শহর থেকেও আগ্রহী ক্রেতারা এসে তেল নিয়ে যায় মিজানুর রহমান। কুষ্টিয়ার কুমার খালী উপজেলার শেরকান্দি গ্রামের বাসিন্দা। এক সময় সংসারের স্বচ্ছলতা আনতে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন সুদুর মধ্য প্রাচ্যের দেশ ওমানে।

হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দিনরাত খেয়ে না খেয়ে কাটিয়েছেন বিদেশে। ৫ বছর বিদেশ থাকার পর এক সড়ক দূর্ঘটনায় তার দুই পা ভেঙে যায়। এরপর আর বিদেশ থাকা হয়নি তার। দেশে ফিরে এসে যৎসামান্য টাকা আর হালের দুইটি বলদ দিয়ে শুরু করেন পৈত্রিক ব্যাবসা।

নিজের সংসারের হাল ফেরানো আর মানুষকে ভালো খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করে চলেছেন তিনি। শুরু করেছেন ঘানিতে সরিয়া পিশে তেল তৈরী করে বিক্রির কাজ। আর তার এই কাজে অনুপ্রেরনা যুগিয়েছেন তার মা।

আব্দুল্লাহ শাহ নামের এক ক্রেতা জানান, এক সময়ে কাঠের ঘানির সাহায্যে ফোঁটায় ফোঁটায় নিংড়ানো খাঁটি সরিষার তেল এক সময় কুষ্টিয়ার বিভিন্ন গ্রাম গঞ্জের হাট বাজারে বিক্রি হতো। এ তেল বিক্রি করেই জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতেন কলু স¤প্রদায়রা।

তবে এক সময়ের গ্রাম বাংলার এই অতিপরিচিত দৃশ্যটি এখন খুব একটা চোখে পড়েনা। বৈদ্যুতিক যন্ত্রেই করা হয় তেল ভাঙানোর কাজ।

মিজানুর রহমান বলেন, বিদেশ যাওয়ার কয়েক বছর পর সড়ক দূর্ঘটনায় ফিরে আসি। সে সময় দেশে ফিরে বাড়ীতেই হালের বলদ দিয়ে শুরু করি পৈত্রিক ব্যাবসা। ৫ কেজি সরিষা থেকে প্রায় আড়াই কেজি তেল তৈরী হয়। আমরা এই তেল এখান থেকেই ১২০ টাকা কেজি প্রতি বিক্রি করে থাকি। অনেকেই এই ঘানি দেখতে আসে এবং তেল কিনে নিয়ে যায়।

ফজল শাহ নামের এক বৃদ্ধ বলেন, আগে তো আমরাই সরিষার তেল দিয়েই তরকারী খেতাম, ভর্তা ভাজি খেতাম, শরীরে মাখতাম। আর এখন অনেক টাই কমে গেছে এর ব্যবহার। তাছাড়া ভেজালের ভীড়ে আমরা হারিয়ে যেতে বসেছি আসল কেই। যদি কোন ভেজাল না মেশানো হয় তা হলে এই তেলের উপরে আর কোন তেল নেই।

মার্কেটিং আর চটকদার বিজ্ঞাপনের জন্য সবাই ভুলতেই বসেছেন আসল-নকলের পার্থক্য। তবে মিজানের ঘানি দেখতে প্রতিদিনই আসে আগ্রহী ক্রেতা আর দর্শনার্থীরা।

[redacted]

[redacted]

কাজ না করলেও শতভাগ বেতন পাবেন সিঙ্গাপুরের বাংলাদেশি শ্রমিকরা

সিঙ্গাপুরে ‘সার্কিটব্রেকার কর্মসূচি’র আওতায় সিঙ্গাপুরে সব ধরনের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বেতনসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা বহাল রাখা হয়েছে। তাছাড়া সকল শ্রমিককে বিনা মূল্যে খাবার ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে ।

সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিভিয়ান বালাকৃষনান বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেনের সঙ্গে ফোনে আলাপকালে এসব কথা বলেন। সূত্র- যুগান্তর

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, সিঙ্গাপুরে ১৪৮১ জন করোয়ায় আক্রান্তের মধ্যে ২৪৪ জন বাংলাদেশি। আরও বেশকিছু সংখ্যক বাংলাদেশিকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। তাদের চিকিৎসাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানে সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সিঙ্গাপুর।

এসময় আরো জানানো হয়, সিঙ্গাপুরে প্রথম আক্রান্ত ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই এখন সুস্থ। গুরুতর অসুস্থ একজনের অবস্থারও উন্নতি হয়েছে।

লকডাউনে সুস্থ থাকার উপায়

মহামারি করোনাভাইরাস তাণ্ডব চালাচ্ছে বিশ্বজুড়ে। দেশে দেশে চলছে লকডাউন৷ সংক্রমণ ঠেকাতে সবাইকে বলা হচ্ছে বাসায় থাকতে৷ কিন্তু এই অবস্থায় শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার উপায় কী?

১) দিনের নিয়ম ঠিক রাখুন

বাসায় বসে অফিস করুন, বা ছুটিই কাটান, স্বাভাবিক নিয়ম থেকে বের হয়ে গেলে শরীর-মনে তার বাজে প্রভাব পড়তে পারে৷ ফলে শরীরের ঘড়ি ঠিক রাখার জন্য সঠিক সময়ে ঘুম থেকে ওঠা, গোসল করা, খাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ৷

২) সুষম খাবার খান

এই সময়ে কেবল শারীরিক নয়, মানসিকভাবেও চাঙ্গা থাকা দরকার৷ তাই শুধু সুস্বাদু নয়, বরং শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সক্ষম, এমন খাবার বেশি করে খান৷

৩) ঘুমের ওপর গুরুত্ব দিন

বাসার বাইরে যেতে হচ্ছে না বলেই ইচ্ছে মতো রাত জাগা বা দেরি করে ওঠা আপনাকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারে৷ ফলে ঠিক সময়ে ঘুমাতে যান, ঠিক সময়ে উঠুন৷ ঘুম যাতে পর্যাপ্ত হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দিন৷

৪) ব্যায়াম করুন

বাসার বাইরে বের না হওয়া মানে স্বাভাবিক হাঁটাচলাও বন্ধ হয়ে যাওয়া৷ ফলে বাসাতেই ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করে নিন৷ প্রয়োজনে ইউটিউবের সাহায্য নিয়ে নতুন কিছু যোগাসনও শিখে নিতে পারেন৷ এতে শরীর থাকবে চাঙ্গা, মন থাকবে ফুরফুরে৷

৫) বিকল্প সামাজিক যোগাযোগ

বাইরে গিয়ে সশরীরে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারলেও অনলাইনেই বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিন৷ তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে আমরা এমনিতেই অনেক বেশি পরস্পরের সঙ্গে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত৷ এর পুরো সুবিধা নেয়ার সময় এখনই৷

৬) শখের সময়

অনেকের অনেক ধরনের শখ থাকে৷ কেউ বাগান করতে পছন্দ করেন, কেউ গান গাইতে, কেউ ছবি আঁকতে৷ এ সময়ে নিজেকে আরো ঝালিয়ে নিন৷ লকডাউন শেষ হতে হতে হয়তো আপনি দক্ষ শিল্পী হয়ে উঠতে পারেন৷

সূত্র- ডি ডব্লিউ।

[redacted]

[redacted]

তেমন কিছু জানিনা। আমাকে থানায় নিয়ে বলা হয়েছে একটা ফর্মে সাক্ষর করতে, আমি করেছি।

আমাদের ছাত্র নেতাদের মিথ্যা মামলা দিয়ে একশ্রেনীর রাজনৈতিক গ্রুপ স্বার্থ হাছিল করতে চাই। যেটা খুবই দুঃখ জনক।